যুগভেরী

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও স্বামী বিবেকানন্দজীর
বক্তৃতা ও পত্রাবলী হইতে সংগৃহীত)

কার্ত্তিকপুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের
সাহায্য-কল্পে
ব্রহ্মচারী মাধব চৈতন্য
কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও
প্রকাশিত।

মূল্য { বিশেষ সংস্করণ—পাঁচ আনা।
সাধারণ সংস্করণ—তিন আনা।

প্রাপ্তিস্থান—

সুদর্শন পুস্তক-ভাণ্ডার

[illegible]৪নং বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীট্

কলিকাতা,

ও

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম

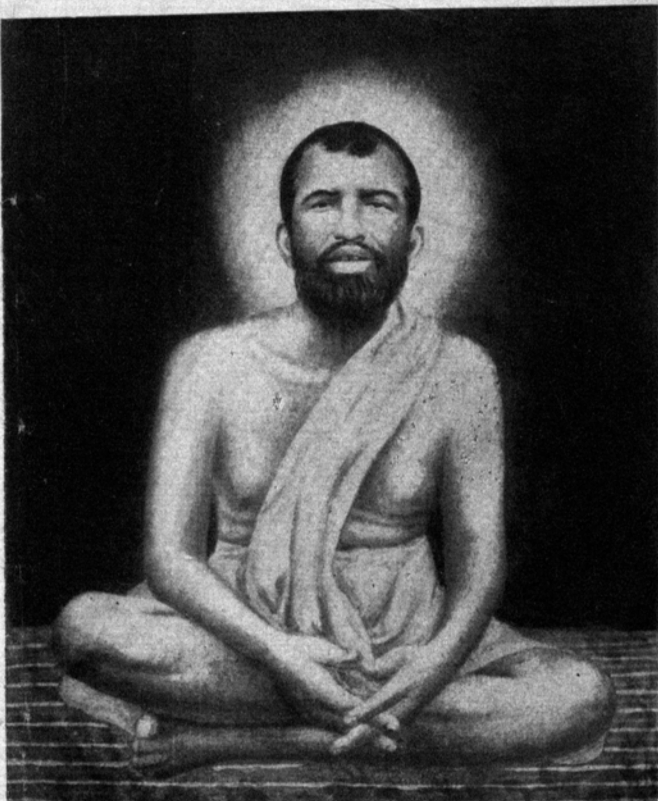
কার্ত্তিকপুর—ফরিদপুর।

প্রিণ্টার—

শ্রীবিনোদবিহারী পাল এম্, এস্-সি।

বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

৬৬নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।



শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

যুগভেরী

সূচনা

"—তাঁকে হৃদয় মন্দিরে আগে প্রতিষ্ঠা কর। তার পর বক্তৃতা, লেক্‌চার, এ সব ইচ্ছা হয়ত করো।

—আগে চিত্তশুদ্ধি কর। মন শুদ্ধ হ'লে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বস্‌বেন।

—জ্ঞান ভক্তি দুইটাই পথ—যে পথ দিয়ে যাও, তাঁকেই পাবে। জ্ঞানী একভাবে তাঁকে দেখে, ভক্ত আর একভাবে তাঁকে দেখে।

—কর্ম্ম যোগ বড় কঠিন।

—নাগো, কর্ম্ম ভাল।

—যদি আমি কর্ত্তা এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কাম ভাবে করতে পারো, তা' হলে খুব ভাল। এই নিষ্কাম কর্ম্ম করতে করতে ঈশ্বরেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্ম করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়।

—জনক রাজা দু'খানা তলোয়ার ঘোরাত। একখানা জ্ঞানের, একখানা কর্ম্মের। পাকা খেলোয়ারের কিছু ভয় নাই।

—যখন কর্ম্ম করে, লোকশিক্ষা দেয়, তখন সিংহতুল্য—"

প্রবর্ত্তন

(১)

"খুব ব্যাকুল হ'য়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তার পর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন। ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে। মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা, এই তিন টান একত্র কর্‌লে যত খানি হয়, তত খানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে, তাঁর দর্শন লাভ হয়।

প্রেমের দুইটী লক্ষণ। প্রথম—জগৎ ভুল হয়ে যাবে। এত ঈশ্বরেতে ভালবাসা যে বাহ্যশূন্য! চৈতন্যদেব বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে, সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে।

দ্বিতীয় লক্ষণ—নিজের দেহ যে এত প্রিয় জিনিষ, এর উপরও মমতা থাক্‌বেনা ; দেহাত্মবোধ একবারে চলে যাবে।

ঈশ্বর লাভের কতকগুলি লক্ষণ আছে। যার ভিতর

অনুরাগের ঐশ্বর্য্য প্রকাশ হচ্ছে, তার ঈশ্বর লাভের আর দেরী নাই।

অনুরাগের ঐশ্বর্য্য কি কি—

বিবেক, বৈরাগ্য, জীবে দয়া, সাধুসেবা, সাধুসঙ্গ, ঈশ্বরের নাম গুণ কীর্ত্তন, সত্য কথা—এই সব। ঈশ্বরের উপর যত ভালবাসা আসবে, ততই ইন্দ্রিয় সুখ আলুনী লাগবে। ব্যাকুল হ'য়ে তাঁকে প্রার্থনা কর, যাতে তাঁর নামে রুচি হয়। তিনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

(২)

"বিশ্বাস হ'য়ে গেলেই হ'ল। বিশ্বাসের চেয়ে আর জিনিষ নাই। বিভীষণ একটী পাতায় রামনাম লিখে ঐ পাতাটী একটী লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছ্‌ল। সে লোকটী সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বল্লে, 'তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের উপর দিয়ে চ'লে যাও; কিন্তু দেখো, যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে।' লোকটী বেশ সমুদ্রের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল! এমন সময়ে তার ভারি ইচ্ছা হ'ল যে কাপড়ের খোঁটে কি বাঁধা

আছে, একবার ছাখে। খুলে ছাখে যে কেবল রামনাম লেখা র'য়েছে। তখন সে ভাব্‌লে, 'একি! শুধু রামনাম একটী লেখা র'য়েছে।' যাই অবিশ্বাস অমনি ডুবে গেল।

যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে—গো, ব্রাহ্মণ, স্ত্রী হত্যা করে—তবুও ভগবানের এই বিশ্বাসের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হ'তে পারে। সে যদি বলে, 'আর আমি এমন কাজ করবো না,' তার কিছুতেই ভয় হয় না।

(৩)

"জীব চার প্রকার;—বদ্ধজীব, মুমুক্ষুজীব, মুক্তজীব ও নিত্যজীব। নিত্যজীব;—যেমন নারদাদি। এরা সংসারে থাকে, জীবের মঙ্গলের জন্য—জীবদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য। বদ্ধজীব বিষয়ে আসক্ত হয়ে থাকে, আর ভগবানকে ভুলে থাকে। ভুলেও ভগবানের চিন্তা করে না। মুমুক্ষুজীব;—যারা মুক্ত হবার ইচ্ছা করে। কিন্তু তাদের মধ্যে কেউ মুক্ত হ'তে পারে, কেউ বা পারে না। "মুক্ত-

জীব ;—যারা সংসারে কামিনী কাঞ্চনে আবদ্ধ নয়—যেমন সাধু মহাত্মারা ; যাদের মনে বিষয় বুদ্ধি নাই, আর যারা সর্ব্বদা হরিপাদপদ্ম চিন্তা করে। যেমন জাল ফেলা হয়েছে পুকুরে। দু'চারটা মাছ এমন সেয়ানা যে কখনও জালে পড়ে না—এরা নিত্যজীবের উপমাস্থল। কিন্তু অনেক মাছই জালে পড়ে। এদের মধ্যে কতকগুলি পালাবার চেষ্টা করে ; এরা মুমুক্ষু জীবের উপমা স্থল। কিন্তু সব মাছই পালাতে পারে না। দু'চারটা ধপাঙ্ ধপাঙ্ ক'রে জাল থেকে পালিয়ে যায়,—তখন জেলেরা বলে—ঐ একটা মস্ত মাছ পালিয়ে গেল ! কিন্তু যাঁরা জালে প'ড়েছে, অধিকাংশই পালাতে ও পারে না, আর পালাবার চেষ্টাও করে না। বরং জাল মুখে ক'রে পুকুরের পাঁকের ভিতরে গিয়ে চুপ ক'রে মুখ গুঁজড়ে শুয়ে থাকে—মনে করে, 'আর কোন ভয় নাই, আমরা বেশ আছি,' কিন্তু জানে না যে জেলে হড়্ হড়্ ক'রে টেনে আড়ায় তুলবে। এরাই বদ্ধ জীবের উপমাস্থল। বদ্ধজীবেরা ঈশ্বর চিন্তা করে না। যদি অবসর হয়, তাহ'লে হয় আবোল তাবোল ফালতো গল্প করে, নয় মিছে কাজ করে। জিজ্ঞাসা ক'রলে বলে, 'আমি চুপ করে থাক্‌তে

পারি না, তাই বেড়া বাঁধছি।' হয় তো সময় কাটে না দেখে তাস খেল্‌তে আরম্ভ করে!

বদ্ধ জীব সংসারে—অর্থাৎ কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে আছে; কলঙ্ক সাগরে মগ্ন; কিন্তু মনে করে যে বেশ আছি! যারা মুমুক্ষু বা মুক্ত, সংসার তাদের পাতকুয়া বোধ হয়; ভাল লাগে না। বদ্ধ জীবের—সংসারী জীবের-কোন মতে হুঁস আর হয় না। এত দুঃখ এত দাগা পায়, এত বিপদে পড়ে, তবুও চৈতন্য হয় না।

উট্ কাঁটা ঘাস বড় ভালবাসে। কিন্তু যত খায় মুখ দিয়ে রক্ত দর্ দর্ ক'রে পড়ে; তবুও সেই কাঁটা ঘাসই খাবে, ছাড়বে না! সংসারী লোক এত শোক—তাপ পায়, তবু কিছু দিনের পর যেমন তেমনি। আবার কখনও কখনও যেন সাপে ছুঁচো গেলা হয়। গিল্‌তেও পারে না আবার উগ্‌রাতে ও পারে না। বদ্ধজীব হয় ত বুঝ্‌ছে যে সংসারে কিছুই সার নাই; আমড়ার কেবল আঁটি আর চামড়া। তবু ছাড়তে পারে না। তবুও ঈশ্বরের দিকে মন দিতে পারে না। বদ্ধ জীবের আর একটী লক্ষণ—তাকে যদি সংসার থেকে সরিয়ে ভাল জায়গায় রাখা যায়, তা

হ'লে হেদিয়ে হেদিয়ে মারা যাবে। বিষ্ঠার পোকার বিষ্ঠাতেই বেশ আনন্দ। ঐতেই বেশ হৃষ্ট পুষ্ট হয়। যদি সেই পোকাকে ভাতের হাঁড়িতে রাখ, ম'রে যাবে।

(৪)

"চিত্ত শুদ্ধি না হ'লে হয় না। কামিনী কাঞ্চনে মলিন হ'য়ে আছে, মন ময়লা প'ড়ে আছে। ছুঁচ কাঁদা দিয়ে ঢাকা থাক্‌লে আর চুম্বকে টানে না। মাটী কাদা ধুয়ে ফেল্লে তখন চুম্বক টানে। মনের ময়লা তেমনি চোকের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। 'হে ঈশ্বর, আর অমন কাজ কর্ব্বোনা,' বলে যদি কেউ অনুতাপে কাঁদে, তাহ'লে ময়লাটা ধু'য়ে যায়। তখন ঈশ্বর রূপ চুম্বক পাথর মন রূপ ছুঁচকে টেনে লন। তখন সমাধি, ঈশ্বরদর্শন হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে আছে যে, অবধূত চব্বিশ গুরুর মধ্যে চিল্‌কে একটী গুরু করে ছিলেন। এক জায়গায় জেলেরা মাছ ধর্ত্তে ছিল, একটী চিল একটা ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। কিন্তু মাছ দেখে পেছনে পেছনে এক হাজার কাক চিলকে তাড়া করে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে কা কা ক'রে গোলমাল কর্ত্তে লাগলো। মাছ নিয়ে যে দিকে যায়, কাকগুলাও

তাড়া ক'রে সেই দিকে যেতে লাগলো। দক্ষিণ দিকে চিলটা গেল, কাকগুলাও সেই দিকে গেল; আবার উত্তর দিকে যখন সে গেল, ওরাও সেই দিকে গেল। এইরূপে পূর্ব্ব-দিকে ও পশ্চিম দিকে চিল ঘুরতে লাগলো। শেষে ব্যতি-ব্যস্ত হ'য়ে ঘুরতে ঘুরতে মাছটা তার কাছ থেকে প'ড়ে গেল। তখন কাকগুলা চিলকে ছেড়ে মাছের দিকে গেল। চিলটা নিশ্চিন্ত হ'য়ে একটা গাছের ডালের উপর গিয়ে বসলো। ব'সে ভাবতে লাগলো—ঐ মাছটা যত গোল করেছিল। এখন মাছ কাছে নাই। তাই আমি নিশ্চিন্ত হ'লুম। অবধূত চিলের কাছে এই শিক্ষা করলেন, যতক্ষণ সঙ্গে মাছ থাকে অর্থাৎ বাসনা থাকে, ততক্ষণ কর্ম্ম থাকে, আর কর্ম্মের দরুণ ভাবনা, চিন্তা, অশান্তি। বাসনা ত্যাগ হ'লেই কর্ম্ম ক্ষয় হয়, আর শান্তি হয়।

(৫)

" 'আমি' 'আমি' করলে যে কত দুর্গতি হয়, বাছুরের অবস্থা ভাবলে বুঝতে পারবে। বাছুর 'হাম্ মা, হাম্ মা' (আমি আমি) করে। তার দুর্গতি দেখ। হয় ত সকাল

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত লাঙ্গল টান্‌তে হচ্ছে; রোদ নাই বৃষ্টি নাই। হয় ত কষাই কেটে ফেল্লে। মাংসগুলো লোকে খাবে। ছালটা চামড়া হবে; সেই চামড়ায় জুতো এই সব তৈরী হবে। লোকে তার উপর পা দি'য়ে চ'লে যাবে। তাতেও দুর্গতির শেষ হয় না। চামড়ায় ঢাক তৈয়ার হয়। আর ঢাকের কাটি দিয়ে অনবরত চামড়ার উপর আঘাত করে। অবশেষে কিনা নাড়ি ভূড়ি গুলো নিয়ে তাঁত তৈয়ার করে। যখন ধুনরীর তাঁত তৈয়ার হয়, তখন ধোনবার সময় 'তুঁহু তুঁহু' বলে। আর 'হাম্ মা, হাম্ মা,' বলে না। 'তুঁহু তুঁহু' বলে, তবেই নিস্তার, তবেই তার মুক্তি। কর্ম্মক্ষেত্রে আর আস্‌তে হয় না। জীবও যখন বলে, 'হে ঈশ্বর, আমি কর্ত্তা নই, তুমিই কর্ত্তা—আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী,' তখনই জীবের সংসার যন্ত্রণা শেষ হয়। তখনই জীবের মুক্তি হয়, আর এ কর্ম্মক্ষেত্রে আসতে হয় না।

(৬)

"তবে কর্ম্ম একবারে ত্যাগ করবার যো নাই। তোমার প্রকৃতিতে তোমার কর্ম্ম করাবে। তা তুমি ইচ্ছা কর আর

নাই কর। তাই ব'লছে অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম কর; কি না, কর্ম্মের ফল আকাঙ্ক্ষা ক'রবে না। যেমন পূজা জপ তপ কর্‌ছো, কিন্তু লোকমান্য হবার কিম্বা পুণ্য করবার জন্য নয়।

এরূপ অনাসক্ত হ'য়ে কর্ম্ম করবার নাম **কর্ম্মযোগ**। ভারি কঠিন। একে কলিযুগ, সহজেই আসক্তি এসে যায়। মনে করছি, অনাসক্ত হ'য়ে কাজ করছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্‌তে দেয় না। হয়তো পূজা মহোৎসব কর্‌লুম; কি অনেক গরিব কাঙ্গালদের সেবা কর্‌লুম—মনে কর্‌লুম যে, অনাসক্ত হ'য়ে করেছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে লোকমান্য হবার ইচ্ছা হয়েছে, জান্‌তে দেয় না। তবে একবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যাঁর ঈশ্বর দর্শন হয়েছে।

দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে, 'আমাদের বাড়ী'। কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন পাড়া গাঁয়ে। মনিবের বাড়ীকে দেখিয়ে মুখে বলে 'আমাদের বাড়ী'। মনে জানে যে 'ও বাড়ী আমাদের নয়, আমাদের বাড়ী পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে, আর বলে,'হরি আমার'

বড় দুষ্ট হয়েছে', 'আমার হরি মিষ্টি খেতে ভা'ল বাসে না।' 'আমার হরি' মুখে বলে বটে, জানে যে, 'হরি আমার নয়, মনিবের ছেলে।' তাই যারা আসে, তাদের আমি বলি, সংসার কর না কেন, তাতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেখে কর; জানো যে বাড়ী, ঘর, পরিবার আমার নয়; এসব ঈশ্বরের। আমার ঘর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে তাঁর পাদপদ্মে ভক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে সর্ব্বদা প্রার্থনা করবে।

৭

"খুব নির্জ্জনে থেকে সাধন করা চাই। অশ্বত্থ গাছ যখন চারা থাকে, তখন চারিদিকে বেড়া দেয়, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু গুড়ি মোটা হ'লে আর বেড়ার দরকার থাকে না। হাতী বেঁধে দিলেও গাছের কিছু করতে পারে না। যদি নির্জ্জনেতে সাধন করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি ক'রে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, কামিনী কাঞ্চনে তোমার কিছু ক'রতে পারবে না।

নির্জ্জনে দৈ পেতে মাখন তুলতে হয়। জ্ঞানভক্তিরূপ মাখন যদি একবার মনরূপ দুধ থেকে তোলা হয়, তা'হলে সংসাররূপ জলের উপর রাখলে নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌বে। কিন্তু মনকে কাঁচা অবস্থায়—দুধের অবস্থায়, যদি সংসাররূপ জলের উপর রাখ, দুধে জলে মিশিয়ে যাবে। তখন আর মন নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্‌তে পারবে না। ঈশ্বর লাভের জন্য সংসার থেকে, এক হাতে ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাক্‌বে, আর এক হাতে কাজ কর্‌বে। যখন কাজ থেকে অবসর হবে, তখন দুই হাতেই ঈশ্বরের পাদপদ্ম ধরে থাক্‌বে, তখন নির্জ্জনে বাস কর্‌বে, কেবল তাঁর চিন্তা আর সেবা কর্‌বে।

(৮)

"যদি বল সংসার আশ্রমের জ্ঞানী, আর সন্ন্যাসের জ্ঞানী—এ দুয়ের তফাৎ আছে কি না। তার উত্তর এই, যে দুইই এক জিনিষ। এটাও জ্ঞানী ওটাও জ্ঞানী, এক জিনিষ। তবে সংসারের জ্ঞানীরও ভয় আছে। কামিনী কাঞ্চনের ভিতর থাকতে গেলেই একটু না একটু ভয় আছে।

কাজলের ঘরে থাকতে গেলে যত সিয়ানাই হও না কেন, কাল দাগ একটু না একটু গায়ে লাগ্‌বেই।

মাখন তুলে যদি নূতন হাঁড়িতে রাখ, মাখন নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে না। যদি ঘোলের হাঁড়িতে রাখ, সন্দেহ হয়।

খই যখন ভাজা হয় দু-চারটে খই খোলা থেকে টপ্‌ টপ্‌ ক'রে লাফিয়ে পড়ে। সেগুলি যেন মল্লিকা ফুলের মত, গায়ে একটু দাগ থাকে না। খোলায় যে সব খই থাকে, সেও বেশ খই, তবে অত ফুলের মত হয় না, একটু গায়ে দাগ থাকে। সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসী যদি জ্ঞান লাভ করে, তবে ঠিক এই মল্লিকা ফুলের মত দাগ শূন্য হয়। আর জ্ঞানের পর সংসার খোলায় থাকলে, একটু গায়ে লালচে দাগ হোতে পারে।

(৯)

"সংসার জল, আর মনটি যেন দুধ। যদি জলে ফেলে রাখ, তা'হলে দুধে জলে মিশে এক হয়ে যায়, খাঁটি দুধ খুঁজে পাওয়া যায় না। দুধকে দই পেতে মাখন তুলে যদি জলে রাখা যায়, তাহ'লে ভাসে। তাই নির্জ্জনে সাধনদ্বারা আগে জ্ঞান ভক্তিরূপ মাখন লাভ করবে।

সেই মাখন সংসারজলে ফেলে রাখলেও মিশ্‌বে না; ভেসে থাক্‌বে। সঙ্গে সঙ্গে বিচার করা খুব দরকার। কামিনী কাঞ্চন অনিত্য। ঈশ্বর একমাত্র বস্তু। টাকায় কি হয়? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাকবার জায়গা হয়, এই পর্য্যন্ত। ভগবান্‌ লাভ হয় না। তাই, টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হ'তে পারে না। এর নাম বিচার, বুঝেছ? বস্তু বিচার, এই দেখ, টাকাতেই বা কি আছে, আর সুন্দর দেহেই বা কি আছে। বিচার কর, সুন্দরীর দেহেতেও কেবল হাঁড়, মাংস, চর্ব্বি, মল, মূত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে, মানুষ ঈশ্বরকে ছেড়ে কেন মন দেয়? কেন ঈশ্বরকে ভুলে যায়?

(১০)

"তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ, একেকে মানলেই আর একটাকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি;— অগ্নি মানিলেই দাহিকা শক্তি মানতে হয়, দাহিকা শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না; আবার অগ্নিকে বাদ দিয়া দাহিকা শক্তি ভাবা যায় না। সূর্য্যকে

বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না; সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না। তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য, ভাবা যায় না। আদ্যাশক্তি লীলাময়ী; সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ক'রেছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী, একই বস্তু যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ ক'রছেন না, এই কথা যখন ভাবি তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কাজ করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি। একই ব্যক্তি; নাম, রূপ ভেদ। যিনি শ্যামা তিনিই ব্রহ্ম। যাঁরই রূপ তিনিই অরূপ। যিনি সগুণ তিনিই নির্গুণ। ব্রহ্মশক্তি—শক্তিব্রহ্ম। অভেদ। সচ্চিদানন্দময় আর সচ্চিদানন্দময়ী। যোগমায়া কেন বলে? যোগমায়া অর্থাৎ পুরুষপ্রকৃতির যোগ, যা কিছু দেখছ সবই পুরুষপ্রকৃতির যোগ। শিব কালীর মূর্ত্তি, শিবের উপর কালী দাঁড়িয়ে আছেন। শিব শব হয়ে পড়ে আছেন। কালী শিবের দিকে চেয়ে আছেন। এই সমস্ত পুরুষ ও প্রকৃতির

যোগ। পুরুষ নিষ্ক্রিয়, তাই শিব শব হ'য়ে আছেন। পুরুষের যোগে প্রকৃতি সমস্ত কাজ কর্‌ছেন। সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় কর্‌ছেন। রাধাকৃষ্ণ যুগল মূর্ত্তিরও মানে ঐ। ঐ যোগের জন্য বঙ্কিম ভাব। সেই যোগ দেখার জন্যই শ্রীকৃষ্ণের নাকে মুক্তা; শ্রীমতীর নাকে নীল পাথর। শ্রীমতীর গৌর বরণ, মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল। শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম বর্ণ, তাই শ্রীমতীর নীলপাথর। আবার শ্রীকৃষ্ণ পীত-বসন ও শ্রীমতী নীলবসন পরেছেন।

উত্তম ভক্ত কে? যে ব্রহ্মজ্ঞানের পর দেখে, তিনিই জীবজগৎ, চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন। প্রথমে 'নেতি নেতি' বিচার ক'রে ছাদে পৌঁছিতে হয়। তারপর সে দেখে ছাদ ও যে জিনিষে তৈয়ারী—ইট, চূণ, শুরকি,—সিঁড়িও সেই জিনিষে তৈয়ারী। তখন দেখে—ব্রহ্মই জীব, জগত সমস্ত হয়েছেন।

(১১)

"ব্রহ্ম যদি মা, তা হ'লে তিনি সাকার না নিরাকার? যিনি ব্রহ্ম, তিনি কালী (মা আদ্যাশক্তি)।

যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাকে শক্তি ব'লে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে, শক্তি বা কালীর উপমা! কি না—যিনি মহাকালের (ব্রহ্মের) সাহিত রমণ করেন! কালী সাকার আকারে নিরাকারা। তোমাদের যদি নিরাকার বলে বিশ্বাস, কালীকে সেইরূপ চিন্তা করবে। একটা দৃঢ় ক'রে তাঁর চিন্তা ক'রলে তিনিই জানিয়ে দিবেন, তিনি কেমন। শ্যামা পুকুরে পৌঁছিলে তেলী পাড়াও জান্‌তে পার্‌বে। জান্‌তে পারবে যে, তিনি শুধু আছেন (অস্তিমাত্রম্) তা নয়।

তিনি আমার কাছে এসে কথা কহেন—আমি যেমন তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। বিশ্বাস কর, সব হয়ে যাবে। আর একটি কথা—তোমার নিরাকারে যদি বিশ্বাস, তাই বিশ্বাস দৃঢ় ক'রে করো। মতুয়ার বুদ্ধি করো না—তাঁর সম্বন্ধে কথা জোর করিয়া বলো না যে, তিনি এই হ'তে পারেন, আর এই হ'তে পারেন না। বলো 'আমার বিশ্বাস তিনি নিরাকার; আর কত কি হতে পারেন, তিনি জানেন।

আমি জানি না, বুঝিতে পারি না।' মানুষের একছটাক বুদ্ধিতে ঈশ্বরের স্বরূপ কি বুঝা যায়? একসের ঘটীতে কি চার সের দুধ ধরে? তিনি যদি কৃপা করে কখনও দর্শন দেন, আর বুঝিয়ে দেন, তবে বুঝা যায়; নচেৎ নয়।

যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।

"প্রসাদ বলে মাতৃ ভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে,
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি,
বোঝনারে মন ঠারে ঠোরে।"

'আমি তত্ত্ব করি যারে' অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব কর্‌ছি। তাঁরেই মা মা বলে ডাক্‌ছি। আবার রাম প্রসাদ ঐ কথাই বল্‌ছে—'আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেরেছি!'

এক জন বাহ্যে গেছিল—দেখ্‌লে গাছের উপর একটা সুন্দর জনোয়ার র'য়েছে। সে ক্রমে আর এক জনকে ব'ল্লে 'ভাই, অমুক গাছে আমি একটি লাল রঙ্গের জনোয়ার দেখে এলুম।'

সে লোকটী ব'ল্লে, 'আমি ও দেখ্‌ছি, তা সে লাল রঙ হ'তে যাবে কেন, সে যে সবুজ রঙ!' আর এক জনে ব'ল্লে,

'না না সে সবুজ হতে যাবে কেন, সে যে হল্‌দে।' এইরূপে আরও কেউ কেউ ব'ল্লে, বেগুনি, নীল, কাল ইত্যাদি। শেষে ঝগড়া। তখন তারা গাছ তলায় গিয়ে দেখে, একজন লোক ব'সে। জিজ্ঞাসা করায়, সে ব'ল্লে 'আমি এই গাছ তলায় থাকি, আমি সে জনোয়ারটাকে বেশ জানি। তোমরা যা ব'ল্‌ছো, সব সত্য—সে কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও হলদে, আর কখনও নীল, ওসব কত কি হয়। আর কখনও দেখি কোন রঙই নাই।'

যে ব্যক্তি সদা সর্ব্বদা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জান্‌তে পারে, তাঁর স্বরূপ কি? সে ব্যক্তিই জানে যে ঈশ্বর নানা রূপে দেখা দেন। নানা ভাবে দেখা দেন। তিনি সগুণ আবার নির্গুণ। গাছ তলায় যে থাকে, সেই জানে যে, বহুরূপীর নানা রঙ, আবার কখন কখন কোন রঙই থাকে না। অন্য লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া ক'রে কষ্ট পায়। যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। কি রকম জান? যেমন সচ্চিদানন্দ সমুদ্র। কুল কিনারা নাই। ভক্তি হিমে সেই সমুদ্রের স্থানে স্থানে জল বরফ হয়ে যায়—যেন জল বরফ আকারে জমাট বাঁধে; অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি

সাক্ষাৎ হ'য়ে কখন কখন সাকার রূপ হয়ে দেখা দেন। আবার জ্ঞান সূর্য্য উঠ্‌লে সে বরফ গলে যায়।"

(১২)

নামগুণ কীর্ত্তনান্তে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন। যেন সাক্ষাৎ ভগবান প্রেমের দেহ ধারণ করিয়া জীবকে শিক্ষা দিতেছেন—কিরূপে প্রার্থনা করিতে হয়। বলিলেন, 'মা আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত, দেহ সুখ চাই না মা! লোক মান্য চাই না; (অণিমাদি) অষ্ট সিদ্ধি চাই না; কেবল এই কোরো, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়; নিষ্কাম, অমলা, অহৈতুকী ভক্তি। আর যেন, মা, তোমার ভুবন মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ না হই, তোমার মায়ার সংসারের কামিনী কাঞ্চনের উপর ভালবাসা যেন কখন না হয়! মা! তোমা বই আমার আর কেউ নাই। আমি ভজনহীন, সাধনহীন, জ্ঞানহীন, ভক্তি-হীন—কৃপা ক'রে শ্রীপাদপদ্মে আমায় ভক্তি দাও।'

উদ্দীপন

ভাঙ্গ বীণা প্রেমসুধাপান, মহাআকর্ষণ,
দূর কর নারীমায়া।
আগুয়ান, সিন্ধুরোলে গান, অশ্রুজল পান,
প্রাণপণ, যাক্ কায়া॥
জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন,
ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এভব ঈশ্বর, মন্দির তাঁহার
প্রেতভূমি চিতামাঝে॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয়
তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান,
নাচুক্ তাহাতে শ্যামা॥



স্বামী বিবেকানন্দ

(১)

"যদি আমি অতি নীচ চণ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও অধিক আনন্দ হইত; কারণ আমি যাঁহার শিষ্য তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও, এক নীচ জাতির গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সে ব্যক্তি অবশ্যই ইহাতে সম্মত হয় নাই—কি করিয়াই বা হইবে? ব্রাহ্মণ, আবার সন্ন্যাসী—তিনি আসিয়া তাহার ঘর পরিষ্কার করিবেন, ইহাতে কি সে কখনো সম্মত হইতে পারে? সুতরাং ইনি গভীর রাত্রে অজ্ঞাত ভাবে তাহার গৃহে প্রবেশ করিয়া তাহার পাইখানা পরিষ্কার করিতেন এবং তাঁহার বড় বড় চুল দিয়া সেই স্থান মুছিতেন।

দিনের পর দিন তিনি এইরূপ করিতেন, যাহাতে তিনি আপনাকে সকলের দাস—সকলের সেবক করিতে পারেন। সেই ব্যক্তির শ্রীচরণ আমি মস্তকে ধারণ করিয়া আছি। তিনিই আমার আদর্শ।—আমি সেই আদর্শ পুরুষের জীবন অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিব।

(২)

"মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে। বীর্য্যবান্, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবকগণের আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমস্ত জগতের ভাব স্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়। অন্যান্য সকল জিনিষের অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছা শক্তির সমক্ষে আর সমস্তই নিঃশক্তি হইয়া যাইবে। কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে।

বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বশক্তিমান্। তোমরা কি ইহা বিশ্বাস কর না? সকলের নিকট তোমাদের ধর্ম্মের মহান্ সত্য সমূহ প্রচার কর, প্রচার কর। জগত এই সকল সত্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

(৩)

"শতশত শতাব্দী ধরিয়া লোককে মানবের হীনত্বজ্ঞাপক মতবাদ সমূহ শিখান হইয়াছে; তাহাদিগকে শিখান হইয়াছে যে, তাহারা কিছুই নহে। সমগ্র জগতের সর্ব্ব সাধারণকে চিরকাল বলা হইয়াছে যে, তোমরা মানুষ নও। শত শত

শতাব্দী ধরিয়া তাহাদিগকে এইরূপে ভয় দেখান হইয়াছে— ক্রমশঃ তাহারা সত্য সত্যই পশুপদবীতে দাঁড়াইয়াছে। তাহাদিগকে কখনও আত্মতত্ত্ব শুনিতে দেওয়া হয় নাই। তাহারা এক্ষণে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করুক্। তাহারা জানুক্ যে, তাহাদের অতি নিম্নতম ব্যক্তির ভিতর পর্য্যন্ত আত্মা রহিয়াছেন—যাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই; তাঁহাকে তরবারি ছেদন করিতে পারে না, যিনি অবিনাশী, অনাদি, অনন্ত, শুদ্ধস্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বব্যাপী।

(৪)

"তোমাদের স্নায়ুকে সতেজ কর। আমাদের আবশ্যক লৌহ ও বজ্র দৃঢ় পেশী ও স্নায়ু সম্পন্ন হওয়া। আমরা অনেক দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছি। এখন কাঁদিবার প্রয়োজন নাই; এখন নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া মানুষ হও। আমাদের এখন এমন ধর্ম্ম চাই, যাহাতে আমাদিগকে মানুষ করে। যাহাতে মানুষ প্রস্তুত হয়, এমন সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন শিক্ষার প্রয়োজন। আর, কোন বিষয় সত্য কি না জানিতে হইলে, তাহার অব্যর্থ পরীক্ষা এই—যাহাতে তোমার শারীরিক,

মানসিক বা অধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতা আনয়ন করিবে, তাহা বিষবৎ পরিহার কর। উহাতে প্রাণ নাই; উহা কখন সত্য হইতে পারে না। সত্য বলপ্রদ। সত্যই পবিত্রতা বিধায়ক, সত্যই জ্ঞানস্বরূপ। সত্য নিশ্চয়ই বলপ্রদ, উহা হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিয়া দেয়, উহা হৃদয়ের তেজ আনয়ন করে।

এখন বীর্য্যবান্ হইবার চেষ্টা কর। তোমাদের উপনিষদ্ —সেই বলপ্রদ, আলোকপ্রদ দিব্য দর্শনশাস্ত্র—আবার অবলম্বন কর। আর এই সকল রহস্যময় দুর্ব্বলতা-জনক বিষয় সমূহ পরিত্যাগ কর। জগতের মহত্তম সত্য সকল অতি সহজবোধ্য। তোমার অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে আর কিছুর প্রয়োজন হয় না; ইহা তদ্রূপ সহজবোধ্য। তোমার সম্মুখে উপনিষদের সত্য সমূহ রহিয়াছে; ঐ সত্য সকল অবলম্বন কর। ঐ গুলি উপলব্ধি করিয়া কার্য্যে পরিণত কর। তবে নিশ্চয় ভারতের উদ্ধার হইবে।

(৫)

"প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে—জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত। হে ভাবী সংস্কারকগণ, হে

ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ, তোমরা হৃদয়বান্ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটী কোটী দেব ও ঋষির বংশধরগণ পশু প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ যে কোটী কোটী লোক অনাহারে মরিতেছে, এবং কোটী কোটী ব্যক্তি শত শত শতাব্দী ধরিয়া অর্দ্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত-গগণ আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে—তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? দেশের দুর্দ্দশার চিন্তা কি তোমাদের একমাত্র ধ্যানের বিষয় হইয়াছে? এবং ঐ চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া তোমরা কি তোমাদের নাম, যশ, স্ত্রী, পুত্র, বিষয়, সম্পত্তি, এমন কি, শরীর পর্য্যন্ত ভুলিয়াছ? তোমাদের এরূপ হইয়াছে কি? যদি হইয়া থাকে, তবে

বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে—স্বদেশীহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।

মানিলাম তোমরা দেশের দুর্দ্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দ্দশা প্রতিকারের কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি? কেবল বৃথা বাক্যে শক্তি ক্ষয় না করিয়া কোন কার্য্যকর পথ বাহির করিয়াছ কি? লোককে গালি না দিয়া তাহাদের কোন যথার্থ সাহায্য করিতে পার কি? কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্ব্বতপ্রায় বিঘ্ন বাধাকে তুচ্ছ করিয়া কার্য্য করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য ঠাওরাইয়াছ তাহাই করিয়া যাইতে পার? যদি তোমাদের স্ত্রী পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পার? রাজা ভর্ত্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন, "নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা স্তবই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যাউন, মৃত্যু আজই হউক বা যুগান্তরেই হউক, ধীর ব্যক্তিগণ সত্য পথ হইতে এক

পদও বিচলিত হন না।” সেইরূপ নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি দৃঢ়ভাবে তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পার? তোমাদের কি এই দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটী জিনিষ তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য্য সাধন করিতে পারিবে।

(৬)

“আমি চাই কয়েকটী যুবক। বেদ বলিতেছেন, ‘আশিষ্ঠো, বলিষ্ঠো, দ্রঢ়িষ্ঠ মেধাবী’ যুবকগণই ঈশ্বর লাভ করিবেন। তোমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের গতি স্থির করিবার এই সময়। যত দিন যৌবনের তেজ রহিয়াছে, যত দিন না তোমারা কর্ম্মশ্রান্ত হইতেছ, যত দিন তোমাদের ভিতর যৌবনের নবীনতা ও সতেজভাব রহিয়াছে, কাজে লাগো—এই সময়। কারণ, নবপ্রস্ফুটিত, অস্পৃষ্ট, অনাঘ্রাত কুসুমই কেবল প্রভুর পাদপদ্মে অর্পণের যোগ্য—তিনি গ্রহণ করেন। তবে উঠো, বিবাদ বিসম্বাদ ও ওকালতী প্রভৃতি কার্য্যের অপেক্ষা বড় বড় কাজ করিবার রহিয়াছে। আয়ু স্বল্প,—সুতরাং তোমাদের জাতির কল্যাণের জন্য, সমগ্র মানব জাতির কল্যাণের জন্য— আত্ম-

বলিদানই জীবনের শ্রেষ্ঠতম কর্ম্ম। এই জীবনে আর কি আছে? তোমরা হিন্দু, আর তোমাদের মজ্জাগত বিশ্বাস যে দেহের নাশে জীবনের নাশ হয় না।

✓ জীবন ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু আত্মা অবিনাশী ও অনন্ত; অতএব যখন মৃত্যুই নিশ্চয়, তখন এস, একটী মহান আদর্শ লইয়া উহাতেই সমগ্র জীবন নিয়োজিত করি। ইহাই আমাদের সঙ্কল্প হউক্; আর সেই ভগবান্—যিনি শাস্ত্রমুখে বলিয়াছেন যে 'আমি নিজ জনের পরিত্রাণের জন্য বার বার ধরাধামে আবির্ভূত হইয়া থাকি,' সেই মহান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন্ এবং আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় হউন্।

(৭)

✓ "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত"—"উঠ, জাগ, যতদিন না অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিতেছ, তত দিন ক্রমাগত তদুদ্দেশ্যে চলিতে ক্ষান্ত হইও না। ....যুবকগণ, উঠ, জাগ, কারণ শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াছে। এখনই আমাদের সকল বিষয়ে সুবিধা হইয়া আসিতেছে। সাহস অবলম্বন কর, ভয় পাইওনা।) কেবল আমাদের শাস্ত্রেই

ভগবানকে 'অভী' এই বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে। আমাদিগকে 'অভী'—নির্ভীক হইতে হইবে, তবেই আমরা কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করিব।

উঠ, জাগ; কারণ তোমাদের মাতৃভূমি এই মহাবলি প্রার্থনা করিতেছেন। যুবকগণের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হইবে। "যুবা আশিষ্ঠ, বলিষ্ঠ, দ্রঢ়িষ্ঠ, মেধাবী"—তাহাদিগের দ্বারাই এই কার্য্য সাধিত হইবে।

উঠ, জাগ; জগৎ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। ভারতের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধি বল আছে, ধনবল আছে; কিন্তু কেবল আমার মাতৃভূমিতেই উৎসাহাগ্নি বিদ্যমান। এই উৎসাহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিতে হইবে। অতএব হে, যুবকবৃন্দ, হৃদয়ে এই উৎসাহাগ্নি জ্বালিয়া জাগরিত হও।

তোমাদের শাস্ত্র, তোমাদের ঋষিগণ যাহা এক বাক্যে প্রচার করিতেছেন, সেই অনন্ত শক্তির আধার, অনন্ত আত্মায় বিশ্বাস সম্পন্ন হও—সেই আত্মা যাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না, তাঁহাতে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে; কেবল উহাকে উদ্বুদ্ধ করিতে হইবে।

(৮)

"বঙ্গীয় যুবকগণের স্কন্ধে অতি গুরু ভার সমর্পিত। আর কখনও কোনও দেশের যুবকদলের উপর এত গুরু ভার পড়ে নাই। আমি প্রায় অতীত দশ বৎসর ধরিয়া সমুদয় ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিয়াছি—তাহাতে আমার দৃঢ় সংস্কার হইয়াছে যে, বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর দিয়াই সেই শক্তি প্রকাশ হইবে, যাহাতে ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবে। নিশ্চয় বলিতেছি এই হৃদয়বান্ উৎসাহী বঙ্গীয় যুবকগণের ভিতর হইতেই শত শত বীর উঠিবে, যাহারা আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রচারিত সনাতন আধ্যাত্মিক সত্য সকল প্রচার করিয়া ও শিক্ষা দিয়া জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত—এক মেরু হইতে অপর মেরু পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিবে। তোমাদের সম্মুখে এই মহান্ কর্ত্তব্য রহিয়াছে। অতএব আর একবার তোমাদিগকে সেই মহতী বাণী—'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত' স্মরণ করাইয়া দিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিতেছি। ভয় পাইও না, কারণ মনুষ্যজাতির ইতিহাসে দেখা যায়, যত কিছু শক্তির প্রকাশ হইয়াছে, সবই সাধারণ লোকের

মধ্যে। জগতে যত বড় বড় প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ জন্মিয়াছেন, সবই সাধারণ লোকের মধ্য হইতে; আর ইতিহাসে যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিবেই। কিছুতেই ভয় পাইও না। তোমরা অদ্ভুত অদ্ভুত কার্য্য করিবে। যে মুহূর্ত্তে তোমার হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই তুমি শক্তিহীন। ভয়ই জগতের সমুদয় দুঃখের মুখ্য কারণ, ভয়ই সর্ব্বাপেক্ষা বড় কুসংস্কার; নির্ভীক হইলে, এক মুহূর্ত্তেই স্বর্গ পর্য্যন্ত আবির্ভূত হয়। অতএব 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্নিবোধত'।

(৯)

"তোমরা কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটী 'ফণ্ড' করিবার চেষ্টা কর। ......সর্ব্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটী মৃত্তিকানির্ম্মিত কুটীর ও হল প্রস্তুত কর, গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতগুলি ম্যাপ, গ্লোব ও কতগুলি রাসায়নিক দ্রব্য যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীবদিগকে, এমন কি চণ্ডাল দিগকে পর্য্যন্ত জড় কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম্ম উপদেশ দাও; তারপর ঐ

ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবকদল গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি তাহাদের ভিতর জ্বালাইয়া দাও। আর ক্রমশঃ উহার পরিধি বাড়িতে থাকুক্। তোমরা যতটুকু পার কর। যখন নদীতে জল কিছুই থাকিবে না তখনই পার হইব, বলিয়া বসিয়া থাকিও না। পত্রিকা, সংবাদ পত্র, প্রভৃতি পরিচালনা ভাল, সন্দেহ নাই; কিন্তু চিরকাল চীৎকার ও কলমপেশা হইতে প্রকৃত কার্য্য, যতই সামান্য হউক্, অনেক ভাল। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইওনা। সেবা কর। নেতৃত্বের এই পাশব-প্রবৃত্তি জীবন সমুদ্রে অনেক অনেক বড় বড় জাহাজ ডুবাইয়াছে। এই বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হও, ও কাজ কর। হে বীরহৃদয় বালকগণ, প্রভু তোমাদিগকে সব বুঝাইয়া দিবেন। জাগো, জাগো বৎসগণ! প্রভুর জয়।

(১০)

"জীবনের অর্থ উন্নতি; উন্নতি অর্থে হৃদয়ের বিস্তার; আর হৃদয়ের বিস্তার ও প্রেম একই কথা। সুতরাং প্রেমই

জীবন—উভয়ই একমাত্র জীবনগতিনিয়ামক। আর স্বার্থপরতাই মৃত্যু—জীবন থাকিতেও ইহা মৃত্যু, আর দেহাবসানেও। এই স্বার্থপরতাই প্রকৃত মৃত্যুর স্বরূপ। দেহাবসানে কিছুই থাকে না, একথাও যদি কেহ বলে, তথাপি তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই স্বার্থপরতাই যথার্থ মৃত্যু।

পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু। জগতের অধিকাংশ নরপশুই মৃত প্রেত তুল্য। হে যুবকবৃন্দ, দরিদ্র, অজ্ঞ ও অত্যাচার নিপীড়িত জনগণের জন্য তোমাদের প্রাণ কাঁদুক্, কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় রুদ্ধ হউক্, মস্তিষ্ক ঘূর্ণ্যমান হউক্, তোমাদের পাগল হইবার উপক্রম হউক্। তখন গিয়া ভগবানের পাদপদ্মে তোমাদের অন্তরের বেদনা জানাও। তবে তাঁহার নিকট হইতে শক্তি সাহায্য আসিবে। গত দশ বৎসর ধরিয়া আমার মূলমন্ত্র ছিল—এগিয়ে যাও; এখনও বলিতেছি—এগিয়ে যাও। যখন চতুর্দ্দিকে অন্ধকার বই আর কিছুই দেখিতে পাই নাই, তখনও বলিয়াছি—এগিয়ে যাও; এখন একটু একটু আলো দেখা যাইতেছে, এখনও বলিতেছি—এগিয়ে যাও। বৎস,

ভয় পাইও না। উপরে অনন্ত তারকাখচিত অনন্ত আকাশ-মণ্ডলের দিকে সভয় দৃষ্টিতে চাহিয়া মনে করিও না, উহা তোমাদিগকে পিষিয়া ফেলিবে। অপেক্ষা কর, দেখিবে অল্প ক্ষণের মধ্যে সমুদয়ই তোমার পদতলে। টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না। ভালবাসায় সব হয়—চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে।

(১১)

"জীবনের অর্থ অবিরাম বিস্তার; সঙ্কোচই মৃত্যু। যে আত্মম্ভরী আপনার আয়েস খুঁজ্‌ছে, কুড়েমি কর্‌ছে, তার নরকেও জায়গা নাই। যে আপনি নরকে পর্যান্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই রামকৃষ্ণের পুত্র; ইতরে কৃপণাঃ (অপরেরা হীনবুদ্ধি)। যে এই মহাসন্ধিপূজার সময় কোমর বেঁধে খাড়া হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে তাঁর সন্দেশ বিতরণ করিবে, সেই আমার ভাই, সেই তাঁর ছেলে। এই পরীক্ষা, যে রামকৃষ্ণের ছেলে সে আপনার ভাল চায় না। প্রাণাত্যয়েঽপি পরকল্যাণচিকির্ষবঃ (প্রাণত্যাগ হইলেও

পরকল্যাণাকাঙ্ক্ষী) তাঁরা। যারা আপনার আয়েস চায়, কুড়েমি চায়, যারা আপনার জিদের সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাৎ হয়ে যাক্, এই বেলা ভালয় ভালয়। তাঁর চরিত্র, তাঁর শিক্ষা, ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াও। এই সাধন, এই ভজন, এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও। মেয়ে মদ্দে আচণ্ডাল সব পবিত্র তাঁর কাছে। এগিয়ে যাও, এগিয়ে যাও; নামের সময় নাই, যশের সময় নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এই জন্মের অনন্ত বিস্তার—তাঁর মহান চরিত্রের, তাঁর মহান জীবনের, তাঁর অনন্ত আত্মার। এই কার্য্য—আর কিছুই নাই। যেথানে তার নাম যাবে, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত দেবতা হয়ে যাবে—হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখচ না? একি ছেলে-খেলা, একি জ্যেঠামি, একি চেঙরামি—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত"---হরে হরে। তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখ্‌তে পার্‌ছিনা—এগিয়ে যাও। এই কথাটা খালি বল্‌ছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার ভাব আস্‌বে, বিশ্বাস কর। এগিয়ে যাও, হরে হরে। ....যে যে

তাঁর সেবার জন্য—তাঁর সেবা নয়—তাঁর ছেলেদের—গরীব গুরবো, পাপী-তাপী, কীট পতঙ্গ পর্য্যন্ত—তাদের সেবার জন্য যে যে তৈয়ার হবে, তাদের ভিতর তিনি আস্‌বেন। তাদের মুখে সরস্বতী বস্‌বে, তাদের চক্ষে মহামায়া মহাশক্তি বস্‌বেন।

(১২)

"বল অস্তি অস্তি ; 'নাস্তি নাস্তি' করে দেশটা গেল। সোঽহং সোঽহং শিবোঽহং। কি উৎপাত। প্রত্যেক আত্মাতে অনন্ত শক্তি আছে ; ওরে নেই নেই শুন্‌লে আমার মাথায় যেন বজ্র মারে ; ঐ যে দীন হীন ভাব, ও হ'ল ব্যারাম—ওকি দীনতা ? ও গুপ্ত অহঙ্কার। "ন লিঙ্গং ধর্ম্ম কারণং সমতা সর্ব্বভূতেষু এতন্মুক্তস্য লক্ষণম্। অস্তি অস্তি সোঽহং সোঽহং চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং। নির্গচ্ছতি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী। নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।"—'বাহ্যচিহ্ন ধর্ম্মের কারণ নহে, সর্ব্বভূতে সমভাব মুক্ত পুরুষের লক্ষণ। (বল) অস্তি অস্তি (তিনি আছেন, তিনি আছেন), আমি সেই, আমি সেই, আমি চিদানন্দ স্বরূপ শিব। সিংহ যেমন পিঞ্জর হইতে বহির্গত হয়, সেইরূপ

তিনি জগজ্জাল হইতে বহির্গত হন। বলহীন ব্যক্তি আত্মাকে লাভ করিতে পারে না।' বরফের পাহাড়ের মত দুনিয়ার উপর পড়; দুনিয়া ফেটে যাক—চড় চড় করে, হর হর মহাদেব। উদ্ধরেদাত্মনাত্মানম্ (আপনি আপনাকে উদ্ধার করিবে)। এমন দিন কি হবে যে পরোপকারে জান যাবে? দুনিয়া ছেলেখেলা নয়—বড় লোক তাঁরা, যাঁরা আপনার বুকের রক্ত দিয়ে রাস্তা তৈরী করেন—এই হয়ে আসছে চিরকাল—একজন আপনার শরীর দিয়ে সেতু বানায়, আর হাজার হাজার তার উপর দিয়ে নদী পার হয়ে যায়। এবমস্তু, এবমস্তু, 'শিবোঽহং' 'শিবোঽহং' (এইরূপই হউক, আমিই শিব, আমিই শিব)।

(১৩)

"এক্ষণে তোমরা নিজেদের শক্তির পরিচয় পাইলে—গরম থাকিতে থাকিতে লোহার উপর ঘা মার। কুড়েমির কাজ নয়। ঈর্ষা, অহমিকা ভাব গঙ্গাজলের মত বিসর্জ্জন দাও। মহাশক্তিতে কার্য্যক্ষেত্রে অবতরণ কর, ও মহা বলে কাজে লাগিয়া যাও। বাকী প্রভু সব পথ দেখাইয়া দিবেন।

মহা বন্যায় সমস্ত পৃথিবী ভাসিয়া যাইবে। কাজ, কাজ, এই মূলমন্ত্র। আমি আর কিছু দেখিতে পাইতেছি না। এদেশে কার্য্যের বিরাম নাই—সমস্ত দেশ দাবড়ে বেড়াচ্ছি। যেথানে তাঁর তেজের বীজ পড়বে, সেইখানেই ফল ফলবে—'অদ্য বাব্দশতান্তেবা।' সকলের সঙ্গে সহানুভূতি করিয়া কার্য্য করিতে হইবে, তবে আশু ফল পাইবে।

......জগতের হিত করা আমাদের উদ্দেশ্য, আপনাদের নাম বাজান উদ্দেশ্য নহে। ....তাঁহার যাহারা শরণাগত, তাহাদের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ পদতলে; মাভৈঃ মাভৈঃ। সকল হইবে ধীরে ধীরে। তোমাদের নিকট এই চাই—হামবড়া বা দলাদলি বা ঈর্ষা একেবারে জন্মের মত বিদায় করিতে হইবে। পৃথিবীর ন্যায় সর্ব্বংসহ হইতে হইবে। এইটী যদি পার, দুনিয়া তোমাদের পায়ের তলায় আসিবে!

(১৪)

"যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃ-মাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী দিতে না পারে, আমি সে ধর্ম্মে বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত সুন্দর

মতবাদ হউক্, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক্, যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ, ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম্মনাম দিই না। চক্ষু আমাদের পিঠের দিকে নয়, সাম্‌নের দিকে— অতএব সম্মুখে অগ্রসর হও। আর যে ধর্ম্ম তোমরা নিজের ধর্ম্ম বলিয়া গৌরব কর, তাহার উপদেশ গুলি কার্য্যে পরিণত কর—ঈশ্বর তোমাদিগকে সাহায্য করুন্।

(১৫)

"হে বৎস, যথার্থ ভালবাসা, কখন বিফল হয় না। আজই হউক্, কালই হউক্, শত শত যুগ পরেই হউক্, সত্যের জয় হইবেই, প্রেমের জয় হইবেই। তোমরা কি মনুষ্য জাতিকে ভালবাস? ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্ব্বল সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নহে? অগ্রে তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন? প্রেমের সর্ব্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস সম্পন্ন হও। নাম যশের ফাঁকা চাক্‌চিক্যে কি হইবে? তোমার হৃদয়ে প্রেম আছে ত? তাহা থাকিলেই তুমি সর্ব্ব-শক্তিমান্ হইলে। তুমি সম্পূর্ণ নিষ্কাম ত? তাহা

যদি হও, তবে তোমার শক্তি কে রোধ করিতে পারে? চরিত্র বলে মানুষ সর্ব্বত্রই জয়ী হইতে পারে। ঈশ্বর তাঁহার সন্তানগণকে সমুদ্রগর্ভেও রক্ষা করিয়া থাকেন। তোমাদের মাতৃভূমি বীরসন্তান চাহিতেছেন—

তোমরা বীর হও। ঈশ্বর তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন্। আমি চাই এমন লোক—যাহাদের শরীরের পেশী-সমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাতনির্ম্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটী মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য্য, মনুষ্যত্ব—ক্ষত্রবীর্য্য, ব্রহ্মতেজ।

(১৬)

"হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাস সুলভ দুর্ব্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এই মাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জা-কর কাপুরুষতা সহায়ে তুমি বীরভোগ্য স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না—তোমার উপাস্য উমানাথ সর্ব্বত্যাগী শঙ্কর; ভুলিও না—তোমার বিবাহ,

তোমার ধন, তোমার জীবন, ইন্দ্রিয় সুখের—নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে; ভুলিওনা—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলি প্রদত্ত; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ের ছায়ামাত্র; ভুলিও না—নীচ-জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই; বল—মূর্খ ভারত-বাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ-ভারতবাসী, চণ্ডালভারত-বাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর। ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্দ্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ, আর বল দিন রাত, "হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্ব্বলতা, কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

(১৭)

"কাজের জন্য কাজ কর। প্রত্যেক দেশেই এমন কয়েক-জন মহাপুরুষ আছেন, যারা বাস্তবিক জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল রত্ন। তাঁরা কাজের উদ্দেশেই কাজ করে; তাঁরা

নাম, ধাম, যশ, বা স্বর্গ কিছুই চায় না। তাঁরা মাত্র কাজ করিয়া যান, কারণ ইহার দ্বারা জগতের মঙ্গল হবে। কেহ কেহ আছেন, যারা আরও উচ্চ আদর্শ নিয়া কেবল দরিদ্র অসহায়ের কল্যাণার্থ নিযুক্ত থাকেন; কারণ অন্যের মঙ্গল করা, ও মঙ্গলানুষ্ঠানকে ভাল বাসাই তাহাদের এক মাত্র ধর্ম্ম বিশ্বাস।

(১৮)

"যিনি কিছুমাত্র স্বার্থাভিসন্ধি না লইয়া স্বর্গ, নরক ইত্যাদি কিছুমাত্র ভাবা চিন্তা না করিয়া পাঁচদিন, এমন কি, পাঁচ-মিনিট কাজ করিয়া যাইতে পারেন, তাঁহার ভিতর মহাশক্তি-শালী নৈতিক বীর হইবার সামর্থ্য আছে।

* * *

'তিনিই আদর্শ লোক, যিনি ভীষণ নীরবতা ও নির্জ্জনতার মধ্যে বিপুল কর্ম্ম পুলক দর্শন করেন, এবং অবিশ্রাম কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে মরুভূমির ন্যায় অসীম নীরবতা ও নির্জ্জনতা উপভোগ করেন।

* * *

'যে নিজকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহার নরকের দ্বার অগ্রেই উন্মুক্ত হইয়া রহিয়াছেন; একটা জাতির পক্ষেও তাই। আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য নিজকে হীনজ্ঞান না করা, কারণ এগিয়ে যাইতে হইলে আমাদের নিজের উপর খুব বিশ্বাস রাখিতে হইবে। তার পরে

ভগবানের উপর; যার আত্মবিশ্বাস নাই, তার ভগবদ্ বিশ্বাসও হইতে পারে না।

* * *

'আমাদের যোগের লক্ষ্য স্বাধীনতা, বা মুক্তি। প্রত্যেক যোগই সেই একই লক্ষ্যে নিয়া যায়। বুদ্ধ প্রধানতঃ ধ্যান-যোগে, ও খৃষ্ট প্রার্থনার দ্বারা যে স্থানে গিয়াছেন, আমরা কেবল কর্ম্মদ্বারা তাহা লাভ করিতে পারি।

* * *

'সমস্ত শিক্ষার সার—তুমি প্রভুর মত কাজ করবে; ক্রীতদাসের মত নয়। অনবরত কর্ম্ম করিয়া যাও; কিন্তু ক্রীতদাসের কর্ম্ম নয়। মুক্তির ভিতর দিয়া কাজ করিয়া যাও—প্রেমের ভিতর দিয়া কর্ম্ম কর। প্রতিদান প্রত্যাশা আমাদের মুক্তিপথের কণ্টক; শুধু তা নয়, অবশেষে উহা দুঃখরাশি আনয়ন করে।

* * *

'এখন বুঝ্‌লে **কর্ম্মযোগ** কি? ইহার অর্থ—মৃত্যুমুখেও নীরবে অন্যের সহায়তা করা। লাখ লাখ বার প্রতারিত হও, একটীও প্রশ্ন করিও না; তুমি কি করিয়া যাইতেছ, তাহাও চিন্তা করিবে না।"

ইতি।